স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই আশ্বিন বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 3rd Oct. 1962 { ২১শ সংখ্যা।

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Serv. (J)

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুলতা আনবে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

— আবাহন —

অতি পুরাতন দেশ এই ভারতবর্ষ। বিরাট তার ঐতিহ্য। সু-প্রাচীন তার সংস্কৃতি। মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত ভারত—মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালী, তার ঘোর বিপদের দিনে কায়মন-বাক্যে মা'কেই আহ্বান জানায় তার সমস্ত অন্তর দিয়ে। মা সে ডাক শুনে চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। আবির্ভাব হন তাঁর বরাভয়-দাত্রীর রূপ নিয়ে। বিপদের ঘন মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ঘন-অন্ধকারে আশার আলোক ওঠে ফুটে। আর্ত্ত, বিপন্ন, সন্তান-দলের মনে আসে সাহস, জেগে ওঠে নতুন প্রাণ-শক্তি। মা'র পূজো দেয় ষোড়শোপচারে। মার সঙ্গে সঙ্গে আবাহন জানায় স-বাহন লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্ত্তিকেয় ও গণেশকে। মঙ্গলময় "শিব"ও আসেন পশ্চাতে পশ্চাতে। দুর্দ্দিন যায় কেটে। দেশ ও জাতির হয় নব-অভ্যুদয়। সুরু হয় নতুন ক'রে বিজয় অভিযান।

শুভ ও অশুভ শক্তির চির-সংগ্রামের দ্যোতক—সুরাসুরের দ্বন্দ্ব। বিপন্ন দেবকুল মার বোধন করেন। সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে তোলেন। দশ-প্রহরণ দশভুজে ধারণ করিয়া সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে মার আবির্ভাব ঘটে, অসুরদল নিপীড়ন করবার জন্য। অশুভ-শক্তির ঘটে সম্পূর্ণ পরাজয়। দেবকুল হন নিশ্চিন্ত।

আজ বাংলার তথা বাঙ্গালীর ঘোরতর দুর্দ্দিন। বিদেশী শাসকের আমলে তার অবস্থা হয়ত অসহনীয় ছিল—কিন্তু একটা ভরসা তার ছিল এই, যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে নিশ্চিতভাবে,—দেশ স্বাধীন হ'লে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ অবস্থা তার উঠেছে চরমে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আজ সে পর্য্যুদস্ত।

ঘোরতর দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী আজ মা'র "বোধন" করছে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে—তার পুঞ্জীভূত আর্ত্তির অপহ্নবের জন্য। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অশুভ-শক্তির বিনাশের জন্য। 'অভিঃ' মন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য।

হে বরাভয়দায়িনি, দুর্গতিহারিণি, অসুর-কুল-বিনাশিনি, জগজ্জননি, দশভুজে-দশ-প্রহরণ-ধারিণি, মা! আজ তোমার সন্তান-সন্ততি আকুলভাবে তোমায় আবাহন করছে। তাদের তুমি শক্তি দাও, সাহস দাও, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তোলো, তোমার পূজা সার্থক হোক।

গঙ্গার উপর নূতন সেতু

কলিকাতায় গঙ্গার উপর প্রস্তাবিত নতুন সেতু সম্পর্কে সমীক্ষা চালাইবার জন্য আন্তর্জাতিক টেণ্ডার নেওয়া হইয়াছে। ১৫ই অক্টোবর টেণ্ডার খোলা হইবে। বিদেশী সংস্থা অর্ডার পাইলে খরচের সমস্ত টাকাই বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ধার পাওয়া যাইবে। দেশী প্রতিষ্ঠানের বেলায় ঐ ঋণের পরিমাণ অর্দ্ধেক হইবে বলিয়া জানা যায়।

কলিকাতার জন্য মাষ্টার প্ল্যান

কলিকাতার জন্য মাষ্টার প্ল্যান রচনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে বিশেষ তহবিলের প্রতিনিধিরা একমত হইয়াছেন।

টাইম টেবল

প্রতি ছয় মাস অন্তর রেলওয়ে কোম্পানীর ট্রেণ চলাচলের সময় পরিবর্ত্তন হয়। এবার ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নিম্নে মুদ্রিত সময়ে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে ট্রেণ চলাচল করিবে।

আপ ট্রেণ (নিমতিতা অভিমুখে)

৩১৯নং	আসে	৯-৩৩	ছাড়ে	৯-৪৩
৩৩৩নং	„	১৫-১৭	„	১৫-২৭
৩৪৫নং	„	২০-৫৫	„	২১-০৫
৩৪৭নং	„	২-২৬	„	২-৩৬

ডাউন ট্রেণ (হাওড়া অভিমুখে)

৩৩৪নং	আসে	৫-৪২	ছাড়ে	৫-৫২
৩৪৬নং	„	১২-৩৪	„	১২-৪৪
৩৮০নং	„	১৭-৫৯	„	১৮-০৯
৩৪৮নং	„	২৩-৩৯	„	২৩-৪৯

* কেবলমাত্র ৩৩৪নং ডাউন ট্রেণের (হাওড়া অভিমুখে) সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অন্যান্য সমস্ত ট্রেণ পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত সময়েই চলাচল করিবে।

চাউল

॥ সু—মো—দে ॥

বৃষ্টি হউক আর না হউক
খাদকের কিবা তায়?
ধান-ফলনেও চাউল বেচায়
কে, জি, চোদ্দ-আনায়।
আমরা গরীব আর না মা বাঁচি
অভয়া দুর্গা পাঠাও মা রাঁচি,
সেথায় বরং 'পাগলা-গারদে'
থাকবে না আর দায়!
বৃষ্টি হউক আর না হউক
খাদকের কিবা তায়?
চাউল কিনি কি 'পূজার-কাপড়'
'পূজার-বাজার' ভেবে মা কাতর,
তার চেয়ে মাগো মেরে ফেল্ মোরে
প্রার্থনা তোর পায়,
বৃষ্টি হউক আর না হউক
খাদকের কিবা তায়?

পূজা আগত

কিন্তু শস্য শ্যামলা বাংলার সেই আগমনীর সুর আজ বহুদিক থেকেই ব্যাহত। আজ সে সুরের মাদকতা গেছে কমে। এবার আর সেখানে নব-জাগরণের ছন্দ নেই, আছে গতানুগতিকতার মোহ। কিন্তু তবু পূজা আস্‌ছে। তবু মায়ের প্রতিমা গড়া হচ্ছে—প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে। সংস্কারের মায়ায় তবু বাঙালী হৃদয়ে উঠছে আলোড়ন—অতীতের আনন্দ সঙ্গীতের রেশ জাগছে তার মনে।

আজ বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। সে ছায়া হয়ত' দূরপণেয়, সে ছায়া হয়ত' বিশ্বব্যাপী। তবু তাকে দূর করতে হবে—দূর ক'রতে হবে নিরানন্দময় সব কিছু। তাইত' পরিকল্পনা, তাইত' প্রচেষ্টা।

কিন্তু সেই প্রচেষ্টার সার্থকতা আসবে সেইদিন, যেদিন ঘরে এবং বাহিরের মহিষাসুর-নিধন যজ্ঞের শেষে মুক্তি পাবে দেশের অসহায় জনসাধারণ। আনন্দ ফুটে উঠবে তাদের প্রতিজনের মুখে। সেইদিন আবার পূর্ণ আনন্দময় হবে আনন্দময়ীর আবাহন সঙ্গীত।

মেডিক্যাল ইউনিট স্থানান্তরিত

কয়েক বৎসর হইতে রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর ইউনিয়নে একটি মেডিক্যাল ইউনিট খোলা হইয়াছিল। এই ইউনিট হইতে ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নের গ্রামসমূহের উপস্থিত গরীব ও মধ্যবিত্ত রোগীদের রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া হইত। কয়েক সপ্তাহ হইতে এই ইউনিটটা মিঠিপুর ইউনিয়নে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। দফরপুর ইউনিয়ন হইতে ইউনিটটা উঠিয়া যাওয়ায় ইউনিয়নবাসী জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। সেইজন্য মুর্শিদাবাদ জেলার চীফ মেডিকাল অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বিবেচনা করিয়া ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করুন।

চারণের গান

পূজা মা তোর হ'ল কোথায়
কোথায় তেমন কার ঘরে।
রং তামাসার প্রতিযোগই
উঠ্‌লো ভেসে চোখের পরে।

বাঁশি আলোর সন্ধ্যা সাজে
প্রাণ ছিল না কোন কাজে
দেবীর প্রতি না হোক যত
অধিক লক্ষ্য প্রসাদ তরে,
রং তামাসার প্রতিযোগই
উঠলো-ভেসে চোখের পরে।

ভক্তি কোথায়, নিষ্ঠা কোথা
কোথায় রে সে ব্যাকুলতা,
আজকে বোধন নয় রে তেমন,—
কেবল মানা পূর্ব্বপ্রথা!

দান কি দয়া তারও মাঝে
অবহেলার ব্যথাই বাজে
প্রাণের পরশ পাইনে কোথাও
লোক দেখানই হুজুক করে,—
রং তামাসার প্রতিযোগই
উঠলো ভেসে চোখের পরে।

OPEN পত্রে গোপন কথা

সপ্রণাম নিবেদন—

মায়ের অসুখ, খোকাখুকি ভাল নাই। ওষুধগুলি এনো, পাছে ভুল হয় ব'লে ছড়া ক'রে দিলাম।

জয়মঙ্গল রস—খুকীর জ্বরে করবে গুণ,
বালামৃষ্ট এনো—খোকা কেসে হচ্ছে খুন।
কুটজাসব এনো—মায়ের রক্ত-অতিসার,
সুরবল্লী-কষায় এনো—ঢাকতে আমার হাড়।
মকরধ্বজ সি, কে, সেনের—ভেজাল কিছু নাই,
তেজস্কর ওষুধ এটা—নাইকো পাড়াগাঁয়।
লইবে আর এক দ্রব্য—এঁদের নিকটে,
আছে কিনা আছে দেখি—বুদ্ধি তোমার ঘটে।
নিয়ে এসো প্রায় তা' তুমি—লিখছি শুধু কেন!
বে-আদবী হলো বুঝি—রাগ ক'রোনা যেন।

সেবিকা—শ্রীমতী

রাস্তার দুরবস্থা

জরুর—আথুয়া রাস্তায় রমনা গ্রামের সন্নিকটে ক্যানালের বাঁধ ছাপাইয়া জলে রাস্তাটা জলমগ্ন হওয়ায় ঐ রাস্তায় গোগাড়ী, সাইকেল ও লোক চলাচলে বিশেষ অসুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে। আথুয়া গ্রামের মধ্যের রাস্তাতেও কাদার জন্য গোগাড়ী চলাচল করিতে পারে না।

জাতীয় সড়ক হইতে মোড়গ্রাম গ্রামে যাইবার রাস্তাতে মাঝে মাঝে কাটান থাকায় গোগাড়ী চলাচলে অসুবিধা হইতেছে। দুই এক স্থানে গাড়ীর ধুর্ (চাকার মধ্যের দণ্ড) ভাঙ্গিবার আশঙ্কা করা যায়। ঐ রাস্তায় মোড়গ্রাম-থৈরাটীর মধ্যে গোবরার সাঁকোর দুই পাশের মাটী ক্রমশঃ কাটিয়া গিয়া নীচু হওয়ার ফলে সাঁকোর উপর দিয়া গাড়ী চলাচল করা বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে।

উপরোক্ত বিষয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষাল মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাঢ় অঞ্চলে ধানের ক্ষতি

সপ্তাহ-পূর্ব্বে এখানে দুর্যোগপূর্ণ প্রবল বাতাসে আউস, ন্যাগরা, ঝাঁটী ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বাতাসের জন্য অধিকাংশ জমির ধান গাছ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। হৈমন্তিক ধানের শিকড়ে পোকা লাগায় ধান গাছ শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ডাকাতির দায়ে বিধান সভার সদস্য গ্রেপ্তার

বীরভূমের জনৈক এম-এল-এ কে নলহাটী থানার পুলিশ ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তিনি নলহাটী বাজারের কোনও কাপড়ের দোকানে কয়েকজন লোকসহ হানা দিয়া কাপড় লুঠ করেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়। আসামী বর্ত্তমানে জামিনে মুক্ত আছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

কবি ও আর্টিষ্ট

সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবেন, এমন সময়ে একখানি অর্দ্ধ সমাপ্ত ছবি হস্তে একটী মনুষ্যাকৃতি জীবকে বৈঠকখানায় আসিতে দেখিয়া কর্ত্তা—কে বাবা তুমি এই মহালয়ার সন্ধ্যায় আমার ঘরে ?

আগন্তুক—আমি একজন কবি ও আর্টিষ্ট।

কর্ত্তা—এখানে কেন ?

আগ—আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী

কর্ত্তা—এ ছবি কার ?

আগ—ইনি আজ পরজগতে। এঁরই প্রেরণায় আমি কাব্য লিখি, ছবি আঁকি।

কর্ত্তা—তা বাবা, ওঁর কাছে গিয়ে সেই জগতের কারো পাণিপ্রার্থী হবার চেষ্টা দেখো। আমার কন্যার উপর নজর কেন ? বুঝতে পারছিনা—এটা এ জগতের না পরজগতের। আজই রোজা ডাকিয়ে মেয়েটার জলপড়া বা মাদুলীর ব্যবস্থা করতে হবে। রাম ! রাম !! রাম !!!

আগ—কবি বা আর্টিষ্ট কখনও দেখেননি ? নেহাৎ অনৃকালচার্ড !

শ্বশুরালয়ে

হে রোহিত-মস্তক ! পর গৃহে তুমি চমৎকার। নিজ গৃহে প্রবেশ নিষেধ।

BAR-FRIEND বার বন্ধু

প্রবেশে বন্ধু—তৎপরে ইহাই।

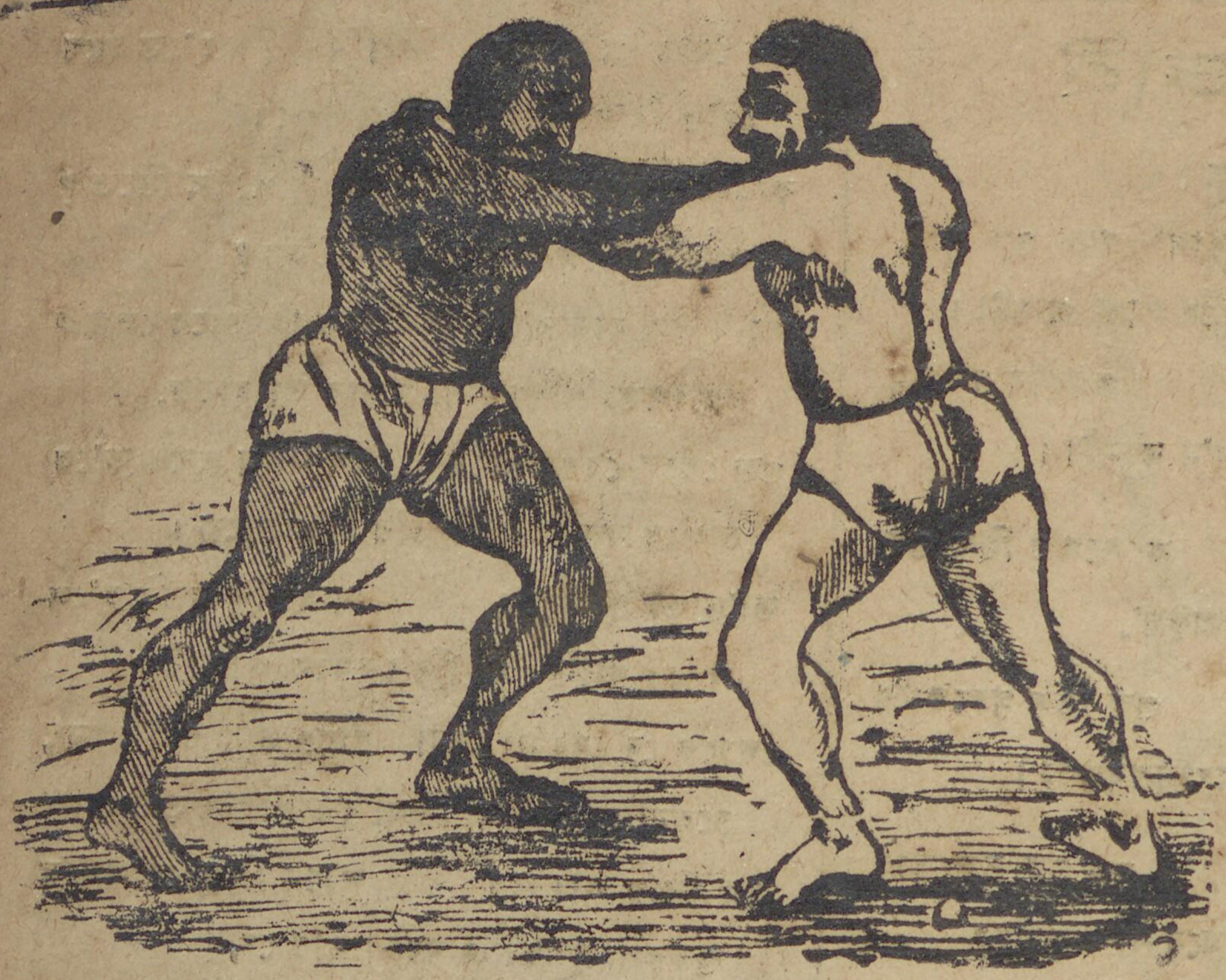

কুস্তির আখড়ায়
প্যাঁচের ম্যাচ।

আর একটা মরলে কাষ্টিং এ দেখা যেতো।
দুটো মরলে "সিওর"

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি

বিজেতা

বিজিত

শারদীয় মহাপূজার অবকাশ

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন—আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের অবকাশ না লইয়া সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

পরীক্ষায় বয়স্কদের সাফল্য

নিমতিতা জি, ডি, ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রবীণ শিক্ষক মহম্মদ মোসলেম হোসেন সাহেব এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর। তিনি বলেন—ছাত্রগণকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার এই প্রচেষ্টা।

* * *

অজগরপাড়া নিবাসী বিখ্যাত লালা পরিবারের শ্রীবিশ্বেশ্বর লালা মহাশয় এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় দেওয়ানী আদালতে চাকুরী করেন এবং তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর।

প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন

গত ১লা অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ থানার ১নং জামুয়ার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। মণ্ডলপুরের শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষাল প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পরলোকগমন

গত ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে রঘুনাথগঞ্জের স্বর্গীয় তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীদেবীদাস ধরের সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হাসপাতালে তাঁহার পেটে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। তিনি স্বামী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, দুই জামাতা, দুই পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগতা আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

গুরু চাই

—০—

গুরু চাই, গুরু চাই কোথা গেলে গুরু পাই,
গুরু বিনা ভেউভেউ কাঁদে সারা প্রাণটা।

গুরুহীন মরুসম গুরুহীন মন মম
উসখুস সুড়সুড় করে ডা'ন কানটা।

পাঠশালা হ'তে সুরু কলেজেও ছিল গুরু
ফুটবলে গুরু ছিল 'দত্তপ্রফুল্ল',

প্রিয়তমা যৌবনে গুরু ছিল গৃহকোণে
চাকরীতে ছিল গুরু সাদা শিবতুল্য।

আজি মোর গুরু নাই বুক দুরু দুরু তাই
ভবনদী খেয়াঘাটে কেমনে বা তর্‌বো?

এক পা চলিনি কভু গুরুছাড়া কই প্রভু?
হাত ধরো। কোথা যাই? কারে গুরু ধর্‌বো?

কত শত স্থলচর তরী ছাড়া জলচর,
সবি যে খেয়েছি, গোটা গোটা রামপক্ষী,

কাসিম মিঞার হাতে খেয়েছি মেমের পাতে
গুরুছাড়া পরকাল কেমনে বা রক্ষি?

খেয়েছি অনেক ঘুষ ভয়ে কাঁপে ফুস্‌ফুস্
কারে ঘুষ দেব আজ পরলোক কিন্‌তে।

ঢালিবারে লাল পানি কাঁপে ডরে হাতখানি
কাহার প্রসাদী করি খা'ব নিশ্চিন্তে?

শিরে চুল নেই কালো, হজম হয় না ভাল;
কাহিল হয়েছে দেহ, পড়ে' গেছে দন্ত,

অর্শে শোণিত ঝরে, বুক ধড়ফড় করে,
কোথা গুরু, কোথা গুরু, হায়রে, হা অন্ত!

পুরী কাশী কোথা যাব? কোথা গেলে গুরু পাবো?
বেলুড় কি বোলপুর, কোথা গিয়ে খুঁজব?

শ্মশানে কি মন্দিরে মঠে, ঘাটে, নদীতীরে
কোথা গিয়ে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ পূজবো?

ন্যাড়া মাথা পাকা দাড়ি কারে ধরি কারে ছাড়ি
মাপিয়া দেখিব কার জটা কত লম্বা?

হাঁচিতে, তুলিতে হাই, কিবা জপি ভাবি তাই
'জয় রাধে' বলিব কি 'জয় জগদম্বা'!

গুরু মোর পা'ব যবে জানিনা কি হ'তে হবে
সৌর কি শাক্ত কি বৈরাগী শৈব।

কার উপদেশামৃতে সাহস পাইব চিতে?
কার কথা গিন্নীরে রাতদিন কৈব?

আমি এত যাই ব'কে মিথ্যাই ভাবে লোকে
বিশেষতঃ শালাশালী উড়ায় তা হাস্যে,

গুরু পেলে বেশ জোরে সে নামে শপথ ক'রে
চালাব সকলি নাহি ডরি টীকাভাষ্যে।

তা'ছাড়া ভক্তব'লে নামডাক নাহি হ'লে
পশার খাতির খ্যাতি কেমনে আকর্ষি?

লোকে যে দেয় না দেনা ধারে এটা ওটা কেনা,
চলেনা; সেয়ানা কিনা যত পাড়াপড়শী।

গুরু নিয়ে কারবার আনে কিছু রোজগার
গুরুকৃপা মূলধন এ বয়সে সার যে,

গুরুর দোহাই দিলে সদয় বেহাই মিলে
অল্প টাকায় মেয়ে হ'য়ে যায় পার যে।

পারাকে কে সোনা করে ছাই দিয়ে রোগ হরে
আঙুল ঘষিয়া বা'র করে নানা গন্ধ,

করে কেবা ট্রেণ বন্ধ, দুধকে কে করে মদ,
কোথা পা'ব অবধূত অদ্ভুতানন্দ।

লয়ে পৈতৃক বাড়ী মাম্‌লা বেধেছে ভারী
খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সঙ্গে,

এ বিপদে গুরু বিনা উপায় ত দেখছি না,
গুরু গুরু ডাক ছাড়ে প্রাণের মৃদঙ্গে!

গুরু চাই, গুরু চাই চাই 'বড় গুরু-ভাই'—
ডেপুটী দেওয়ান জজ বড় বড় চাকরে,

ছেলেদের চাকরীর কিছুই হয়নি স্থির
হিল্লে লাগাতে হবে তাহাদের পাকড়ে'।

'গুরু-ভাই' মিলে, আর যদি রাজা জমিদার
পেট ভ'রে খেয়ে নিই চড়ি গাড়ী হস্তী।

মহাজনে বলি তবে "কার সাথে, দেখ সবে
দহরম মহরম গলাগলি দোস্তি।"

বুকে জ্বলে দিবানিশা গুরু ভজনের তৃষা
গুরুছাড়া ভবভার লঘু কেবা করবে?

পাদোদক করি পান পদরজে করি 'স্নান',
ধরারে দেখিব সরা কবে গুরু-গর্ব্বে?

---

* পরমার্থিক কল্যাণের জন্য যাঁরা গুরু খুঁজেন তাঁরা যেন ক্রুটি নেবেন না।

জয়তু গান্ধীজী

গত ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার সমস্ত দেশে গান্ধীজীর জন্মদিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। অন্যান্য পর্ব্ব দিবসের মত পঞ্জিকায় তাঁহার জন্মদিবস সন্নিবেশিত হইয়াছে। গান্ধীজী দরিদ্র ভারতের মঙ্গলার্থে অনেক করিয়াছেন, অনেক বলিয়াছেন। আজকাল অনেক ভুঁইফোড় নেতা ফাঁকা ভাষণ দিয়া, কৃত্রিম চোখের জল ফেলিয়া গান্ধীজীর নাম ভাঙ্গাইয়া মতলব হাসিল করেন। আন্তরিকতা বড় একটা দেখা যায় না। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ

দেশ হইতে অশিক্ষা দূরীকরণের জন্য আরও সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজ্য সরকারগণকে অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছেন। পত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য বরাদ্দীকৃত অর্থ ছাড়া আরও অর্থ বরাদ্দ করিতে পরিকল্পনা কমিশন সম্মত আছেন। রাজ্য সরকারগণকে ১৯৬২-৬৩ হইতে ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণের জন্য বলা হইয়াছে।

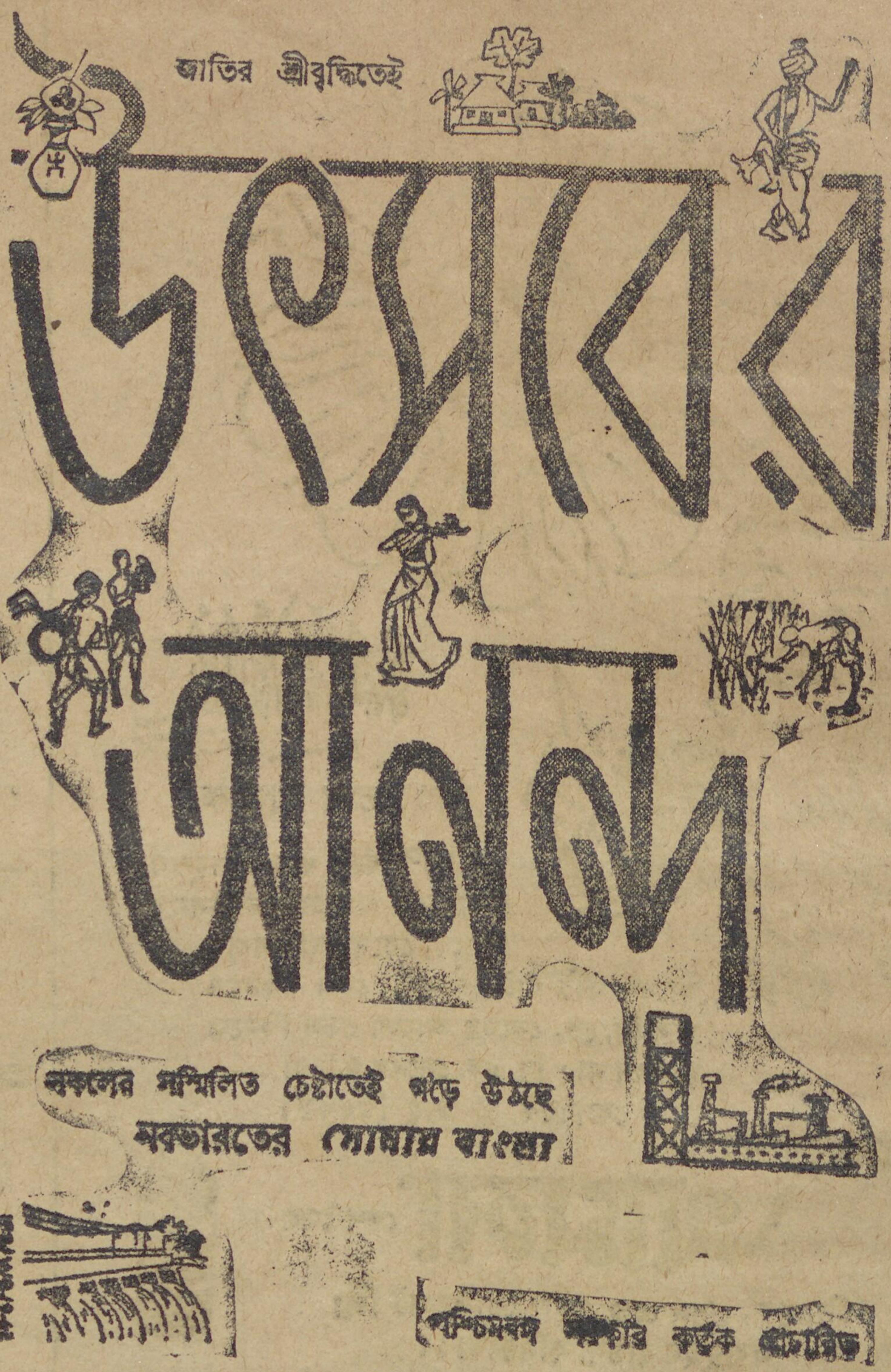

অবিরাম সন্তরণ প্রদর্শনী

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা ৮ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের পুষ্করিণীতে ভারতের নামজাদা মহিলা সাঁতারু শ্রীমতী লীলা ব্যানার্জী সন্তরণ আরম্ভ করেন, দশ ঘণ্টাকাল অবিরাম সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় জল হইতে উঠেন। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিধানসভা সদস্য শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস মহাশয় সভাপতি ও মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং মহকুমা শাসকের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রতিমা গুপ্ত মহাশয়া প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। অন্ধ গায়ক শ্রীমান্ শম্ভুনাথ দাস কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। প্রবেশ মূল্য ১৯ নয়া পয়সা ধার্য্য ছিল। সংগৃহীত অর্থ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতি-তহবিলে প্রদত্ত হইবে। এই উপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী খেলার মাঠে সরকারী কর্ম্মচারী একাদশ বনাম শ্রীমতী ব্যানার্জী একাদশের এক ফুটবল খেলা হয়। ব্যানার্জী একাদশ এক গোলে জয়লাভ করিয়া একটী কাপ পাইয়াছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।